145

তারিখ ...24 JUL 1990

পৃষ্ঠা... ...৩...কলাম...

দৈনিক খবর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক নিয়োগে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ

॥ মাহফুজুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুতর অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। কর্তৃপক্ষের নিয়ম পরিপন্থী নিয়োগাদেশ ও কার্যক্রমে শিক্ষকদের মাঝে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে।

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রুপিং কাজ করার ফলে যোগ্যতার যথাযথ বিচার হচ্ছে না এবং বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম হচ্ছে।

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

শিক্ষক নিয়োগে গুরুতর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাম্প্রতিককালে বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম তিনটি অনিয়মের সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া গেছে।

সূত্র জানায়, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ ইন্সটিটিউটে একটি স্থায়ী ও একটি অস্থায়ী পদে দু'জন শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সহকারী প্রভাষকের দু'টো পদে নিয়োগ লাভের আবেদন জানিয়ে প্রায় ১০ জন প্রার্থী দরখাস্ত করেন। গত ঈদুল আজহার আগেই চার সদস্যের সিলেকশন কমিটি প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। কিন্তু এ সাক্ষাৎকারে দরখাস্তকারীদের মধ্যে একজন উপস্থিত হননি। নিয়ম অনুযায়ী যারা সাক্ষাৎকারে হাজির হবেন তাদের মধ্য থেকে শিক্ষক নিয়োগ করার কথা এবং তাদের মধ্যে যোগ্য কেউ না থাকলে পুনরায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দরখাস্ত আহবান করতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উপস্থিত প্রার্থীদের মধ্য থেকে দু'জনকে নির্বাচন না করে অনুপস্থিত একজন প্রার্থীর জন্য আবারো ঈদের পরে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার জামাতার নিজস্ব লোক হওয়ায় এ বিশেষ সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা নেয়া হয়। তবে সিলেকশন কমিটির চারজন সদস্যের দু'জন এ ব্যাপারে তাদের আপত্তি জানান এবং নিয়োগটি এখন বন্ধ রয়েছে। অবশ্য উক্ত প্রার্থীকে নিয়োগের জোর তদবীর চলছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগে একজন সহকারী অধ্যাপকের স্থায়ী পদে লোক নিয়োগের জন্য গত জানুয়ারী মাসে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। এ পদে চারজন প্রার্থী সাক্ষাৎকার দেন। তাদের মধ্যে তিনজন এম এ-তে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ। অথচ তাদেরকে না নিয়ে মাহফুজুল ইসলাম নামক একজনকে নিয়োগ করা হয়েছে, যিনি অনার্স বা এম এ কোথাও প্রথম বিভাগ পাননি। এ অবস্থায় এ পদের অন্যতম যোগ্য প্রার্থী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ রেজাউল করিম এ নিয়োগাদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে এবং তার মৌলিক অধিকার হরণের অভিযোগ এনে হাইকোর্টে রীট আবেদন পেশ করেছেন। মাননীয় আদালত এ আবেদনের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ওপর রুলনিশি জারি করেছেন।

সূত্র জানায়, সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চারজন শিক্ষককে পদবিন্যাসের মাধ্যমে অধ্যাপক করা হয়েছে। তাদের মধ্যে মাহাবুবুল আলম নামে একজন রয়েছেন, যাকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে পরীক্ষার সকল দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। তিনি বিভাগীয় একটি পরীক্ষার দায়িত্বে থাকাকালীন অবস্থায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিদানের এ সিদ্ধান্ত নেয়। কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ বা নীতি বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ থাকলে তার চূড়ান্ত ফয়সালা না করে অন্য কোন পদে নিয়োগদান বিশ্ববিদ্যালয়ে করা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগে একটি অধ্যাপকের পদে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি এ ধরনের অভিযোগের কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ রাখা হয়েছে। প্রার্থী সম্পর্কে একই ধরনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগেও শিক্ষকের শূন্যপদে লোক নিয়োগ বন্ধ রাখা হয়েছে। অথচ অর্থনীতি বিভাগে তড়িঘড়ি করে এ নিয়োগাদেশ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠেছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগে ছয়জন সহযোগী অধ্যাপকের শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি আবারো দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে। ছয়জন শিক্ষকের শূন্যপদে লোক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ১৩ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করার কারণে চার বছর পরে সবকিছু বাতিল করে গত ফেব্রুয়ারী মাসে পুনরায় দরখাস্ত আহবান করা হয়। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী দরখাস্তের শেষ দিন ছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন গেলেও আজ অবধি সাক্ষাতকারের জন্য সিলেকশন কমিটিকে বসানো হচ্ছে না।